দৈনিক বাংলা

037

তারিখ ... 23 JUL 1985 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ...

সরকারী কর্মচারী কল্যাণে কয়েকটি ব্যবস্থা ঃ প্রেসিডেন্টের ঘোষণা

টাইম স্কেল থাকবে ঃ পেনশন বৃদ্ধি

প্রেসিডেন্ট হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ সরকারী কর্মচারীদের কল্যাণের জন্য সোমবার কতকগুলো পদক্ষেপ ঘোষণা করেন।

এসব পদক্ষেপ হচ্ছে, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য পুরানো টাইমস্কেল ব্যবস্থা, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অফিসারদের জন্য সংশোধিত আকারে টাইম স্কেল এবং প্রভিডেন্ট ফান্ডে সরকারী কর্মচারীদের অবদানের হার হ্রাস।

ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহীতে নিয়োজিত কর্মচারীরা অন্যান্য এলাকার চেয়ে শতকরা ৫ ভাগ বাড়িভাড়া বেশী পাবেন। যারা বাড়িভাড়া সিলিং পাচ্ছেন তারা তাদের বর্তমান অংকে এই উপকার পেতে থাকবেন।

ঢাকা, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, খুলনা ও রাজশাহীতে যারা যাতায়াত ভাতা পাচ্ছেন তাদের এই ভাতা দ্বিগুণ করে প্রতিমাসে ৪০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

বিশ্রাম ও চিত্তবিনোদন ভাতা এবং গৃহনির্মাণ আগাম পুনঃপ্রবর্তন করা হয়েছে। পেনশন বেনিফিট সর্বশেষে পাওয়া বেতনের শতকরা ৬০ ভাগের বর্তমান হার থেকে বৃদ্ধি করে ৭০ ভাগ করা হয়েছে।

তহবিলের অভাবে কর্মচারীদের ফিল্সেশন বেনিফিট দেয়া এখন সম্ভব নয়। তবে তারা সার্ভিস বেনিফিট পাবেন।

বাসস জানায় যে প্রেসিডেন্ট গতকাল বঙ্গভবনে এক প্রতিনিধি দলের সামনে এ ঘোষণা দেন।

(শেষ পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

তারিখ ... 23 JUL 1985 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ...

দৈনিক বাংলা

পেনশন বৃদ্ধি

(১ম পৃঃ পর)

বাংলাদেশ সচিবালয় কর্মচারী সংযুক্ত পরিষদ, অডিট ও একাউন্টস কর্মচারী পরিষদ, নন-গেজেটেড সরকারী কর্মচারী ঐক্য ফ্রন্ট, গণকর্মচারী সংযুক্ত পরিষদ, টি এন্ড টি ফেডারেল ইউনিয়ন, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট এবং ডিপ্লোমা কৃষিবিদ সমিতির প্রতিনিধিরা এই দলে ছিলেন।

দলটি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে প্রেসিডেন্ট বলেন যে কর্মচারীদের জন্য তার আন্তরিক অনুভূতি এবং তাদের স্বার্থের কথা সব সময় তাঁর মনে রয়েছে। তিনি বলেন যে তিনি অতীতের ন্যায় তাদের কল্যাণে সম্ভাব্য সব কিছু করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন।

প্রেসিডেন্ট দেশের সম্পদের সীমাবদ্ধতা তাদের মনে রাখার পরামর্শ দেন এবং বলেন, 'আমি দেখতে চাই যে আপনারা শান্তিপূর্ণ ও সম্মানজনক জীবন যাপন করছেন।'

তিনি সরকারী কর্মচারীদের কল্যাণে তাঁর নেয়া বিভিন্ন ব্যবস্থার উল্লেখ করেন এবং বলেন যে তিনি তাদের জন্য যা করেছেন অতীতে কোন সরকারই তা করেননি। তিনি সরকারী কর্মচারীদের প্রতি জনগণের কল্যাণ এবং দেশের সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির জন্য আন্তরিক ও উৎসর্গীকৃত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

জনসংখ্যা বিস্ফোরণ সক্রিয়ভাবে মোকাবিলার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে প্রেসিডেন্ট বলেন, যে কোন মূল্যে জনসংখ্যার আকৃতি সীমাবদ্ধ রাখতে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এ ব্যাপারে সরকারী কর্মচারীদের নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করার রয়েছে।

তিনি বলেন যে আমাদের অবশ্যই দেশে শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখতে হবে। এছাড়া কোন জাতি সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারে না। তিনি বলেন, বাংলাদেশ আজ বিশ্বে উচ্চাসনে সমাসীন। এটা যাতে ম্লান না হয় সেজন্য আমাদের সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে।

কর্মচারী প্রতিনিধিরা প্রেসিডেন্টকে ধন্যবাদ জানান।